অনুরণন

Radiating Love Resonating Trust

ষান্মাসিক মুখপত্র ❁ প্রথম বর্ষ ❁ প্রথম সংখ্যা ❁ জানুয়ারি-জুন ২০২৬

অনুরণন

- অনুরণন একটি সমাজসেবামূলক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন।
- কিছু সমমনস্ক ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগ।
- শিশু ও কিশোরদের মনোবিকাশ-সহায়ক কাজে নিয়োজিত।
- নানা মারণ রোগে আক্রান্ত শিশুদের সঙ্গে 'আনন্দের দিন' উদ্‌যাপনে দায়বদ্ধ।
- আর্ত ও অবহেলিত মানুষের কল্যাণে সেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণে অঙ্গীকারবদ্ধ।

জীবনের জল-ছবি : প্রত্যন্ত দ্বীপ-শিশুরা পেল পরিস্রুত পানীয় জল

সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই অনুরণনের পথচলা। সেই পথচলারই আরেকটি অধ্যায় রচিত হল দক্ষিণ ২৪ পরগনায় পাথরপ্রতিমার কে-প্লটের পশ্চিম শ্রীপতিনগর ডা. বি.সি. রায় মেমোরিয়াল বিদ্যালয়ে। দীর্ঘদিন ধরে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা পরিস্রুত পানীয় জলের সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানীয় জলের কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা না থাকায় ছাত্রছাত্রীদের স্থানীয় টিউবয়েল ও সাধারণ জলের উৎসের ওপর নির্ভর করতে হত। গরমের দিনে ছাত্রছাত্রীদের কাছে এটা খুব অসহনীয় ছিল।

এই পরিস্থিতির কথা জানতে পেরে অনুরণন সিদ্ধান্ত নেয়, বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করার। উচ্চ বিদ্যালয় ও সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চারটি ওয়াটার পিউরিফায়ার বসানো হয় গত ৩১ মে ২০২৬-এ। এই খরচ কোনও বড়ো সংস্থা বা কর্পোরেটের অনুদান থেকে আসেনি। এসেছে সাধারণ মানুষের ভালোবাসা থেকে। অনুরণনের সদস্যরা তাদের পরিচিত বন্ধু-বান্ধব, শুভানুধ্যায়ীদের বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠানে (বিয়ে, পৈতে, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ) আয়োজিত খাওয়াদাওয়া বাবদ খরচের মধ্যে থেকে প্লেট প্রতি পাঁচ টাকা সংগ্রহের মধ্যে দিয়েই এই অর্থ প্রতি বছর সংগ্রহ করে থাকে।

বিদ্যালয়ে ওয়াটার পিউরিফায়ার স্থাপনের পর শিশুদের মুখের হাসি, তাদের আনন্দ এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অনুরণনের এই উদ্যোগকে সার্থক করে তুলেছে। আমাদের বিশ্বাস— ছোটো ছোটো উদ্যোগই একদিন বড়ো পরিবর্তনের পথ দেখাবে।

ওয়াটার পিউরিফায়ারগুলি নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণে জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক, গ্রামবাসী— সবাই যাতে সচেতন থাকেন সেকথা মনে করিয়ে দিয়েছে অনুরণন।

■ বিনোদ কুমার সাউ

দেড় দশক পার করল অনুরণন

বিনয় কুমার সিনহা (সদস্য)

ঠাকুরপুকুরের সরোজ গুপ্ত ক্যানসার সেন্টার অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটে ২০১১ সালে প্রাথমিকভাবে অনুরণন খুব স্বল্প পরিসরে বার্ষিক অনুষ্ঠানের কাজ শুরু করেছিল। দেখতে দেখতে আজ তা ১৫ বছর পেরিয়ে গেল। এরই মাঝে অতিমারী আবহেও অনুরণনের কাজ থেমে থাকেনি। সুন্দরবনের ঝড় খালি, পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুর, হুগলীর কামারপুকুর, বাঁকুড়ার গৌরীপুর সহ রাজ্যের নানা জায়গায় পৌঁছে গেছে টিম অনুরণন।

কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে ২৮ জুন ২০২৫, শনিবার অনুরণনের বাৎসরিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। কলকাতা মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের সহায়তায় প্রতি বছরের মতো অনুষ্ঠিত হল রক্তদান শিবির। কলকাতা মেডিকেল কলেজের রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ অপথ্যালমোলজির অবসরপ্রাপ্ত ডিরেক্টর প্রফেসর ডা. অসীম ঘোষ উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সম্মাননীয় অতিথিরা 'যা ইচ্ছে তাই'-এর পঞ্চম খণ্ড প্রকাশ করেন। ৩২০ পৃষ্ঠার এই বইটি ৩৪ জন লেখকের শিশু-কিশোর মনের উপযোগী বিচিত্র বিষয়াবলী সমৃদ্ধ।

অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতায় ৫টি হোম থেকে ১২৫ জন শিশু উপস্থিত হয়েছিল। সেইসঙ্গে কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ থেকে থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশুরা, দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি ও প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিট থেকে যৌনকর্মীদের শিশুরাও অংশগ্রহণ করে। উপস্থিত শিশুদের হাতে প্রতি বছরের ন্যায় ব্যাগ, ড্রইং খাতা এবং রং পেন্সিল তুলে দেওয়া হয়। শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য ক্লাস নাইনের শ্লোক পরিবেশন করে তার ম্যাজিক। ছোটোরা খুব উপভোগ করে এই ম্যাজিক শো। এমনকি স্টেজে উঠেও ম্যাজিকে তারা অংশগ্রহণ করে। এরপর 'মৌন-মুখর' গোষ্ঠীর মূকাভিনয় সবাইকে সম্মোহিত করে।

সবশেষে প্রতি বছরের মতো বালিগঞ্জ অন্তর্মুখ-এর নাটক 'ঝড়ের পরের দিন' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। নির্দেশনা ও অভিনয়ে ছিলেন শ্রী সৌমিত্র বসু। এখানে উল্লেখ্য শ্রী বসু প্রতিবছর অনুরণনের প্রকাশিত 'যা ইচ্ছে তাই' সিরিজের নিয়মিত লেখক। ২০২৫ সালে মঞ্চস্থ এই নাটকটি 'যা ইচ্ছে তাই'-এর চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল।

বার্ষিক অনুষ্ঠানে নারী ও শিশুবিকাশ এবং সমাজকল্যাণ বিভাগ দ্বারা পরিচালিত ১৫টি হোমের শিশুরা, ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হাসপাতালের শিশুরা, এন.আর.এস. হাসপাতালের থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুরা এবং পথশিশুরা অংশ নেয়।

RAMAKRISHNA MATH, COSSIPORE
90, Cossipore Road, Kolkata- 700 002
(Sri Sri Ramakrishna Paramhansa Dev Sarani)
Website: www.rkmcudyanbati.org
Phone: 2557-3605 / 2532-9348
E-mail: cossipore@rkmm.org

শুভেচ্ছা

তাঃ ২৯.০৫.২০২৬
ক্যাম্প- মস্কো, রাশিয়া

আগামী ১৩ই জুন ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুরণনের অনুষ্ঠান ও 'যা ইচ্ছে তাই' রচনাসংগ্রহের ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিত হবে জেনেছি। ওই দিন উপস্থিত হলে খুব ভালো লাগত। পূর্বে এরকম অনুষ্ঠানে থেকেছি। অসুস্থ শিশু ও ক্যানসার রোগীদের কল্যাণকর্মে নিয়োজিত অনুরণনের অনুষ্ঠান আমাদের জনমানসে শিবজ্ঞানে জীবসেবার ভাব প্রসারে কাজ করে চলুক শ্রী রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীচরণে এই প্রার্থনা জানাচ্ছি। আমাদের হৃদয়বৃত্তির প্রসারে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

স্বামী দিব্যানন্দ
(স্বামী দিব্যানন্দ)
ভাইস প্রেসিডেন্ট,
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন
ও
অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ,
কাশীপুর উদ্যানবাটী, কলকাতা- ৭০০০০২

অনুরণনের পথচলা

সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্যে, আরও নির্দিষ্ট করে বললে দুর্দশাগ্রস্ত অসহায় মহিলা এবং শিশুদের কল্যাণে দীর্ঘ ষোল বছর ধরে প্রচারের আড়ালে থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়াটা খুব সহজ নয়। অনুরণন-এর মতো অখ্যাত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষে এই দুরূহ প্রয়াসের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে মূলত দুটি কারণে। প্রথম কারণ হল, প্রতিটি কর্মসূচিতে এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত সমমানসিকতাসম্পন্ন সদস্যদের সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য অংশগ্রহণ এবং দ্বিতীয় কারণটি হল, যে আদর্শ, লক্ষ্য এবং অঙ্গীকার নিয়ে অনুরণনের পথ চলা শুরু হয়েছিল, অশেষ প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তাতে অবিচল থাকার দৃঢ়তা।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, অনুরণনের সামর্থ্য সীমিত, ফলে আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও সমাজের অগণিত আর্ত মহিলা ও শিশুদের মধ্যে সীমিত সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছনো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সর্বগ্রাসী রাজনীতির স্পর্শ এড়িয়ে এবং সরকারি বদান্যতার তোয়াক্কা না করে কেবলমাত্র সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের স্বেচ্ছাশ্রম ও অর্থ-সহায়তায় দীর্ঘ সময় ধরে সেবামূলক কাজে ব্রতী থাকতে পারাটাও হয়তো উপেক্ষার নয়।

অনুরণনের উদ্যোগে শিশু-কিশোর পাঠোপযোগী 'যা ইচ্ছে তাই' নামে নানা বিচিত্র বিষয়ের প্রবন্ধ, রম্যরচনা, নাটক এবং গল্প-সমৃদ্ধ যে সংকলন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে, অনুরাগী পাঠকের আগ্রহ, শুভানুধ্যায়ীদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং নামি-অনামি লেখকদের অমূল্য সৃষ্টিসমূহ অ-মূল্যে প্রাপ্তি ব্যতিরেকে সম্ভব হত না।

একই কথা সত্যি এই নিউজ লেটার প্রকাশের ক্ষেত্রেও। সংগঠনের বিগত দিনের কাজের খতিয়ান এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচির রূপরেখা সর্বসমক্ষে তুলে ধরার এই প্রয়াস হয়তো কিছুটা বিলম্বিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই লিখিত সমাচার আরও বহু মানুষকে অনুরণনের কর্মযজ্ঞে শামিল হতে উদ্বুদ্ধ করবে বলে আমাদের আশা। ভবিষ্যতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আরও বেশি সংখ্যক দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াতে যাঁরা আগ্রহী, তাঁদের সকলকে অনুরণনে স্বাগত।

অরুণ কর
অনুরণনের সদস্য ও
ষাণ্মাসিক মুখপত্রের যুগ্ম সম্পাদক

ফিরে দেখা - ২০২৫

২৮ জুন ২০২৫ তারিখে অনুরণনের বার্ষিক অনুষ্ঠানে 'যা ইচ্ছে তাই'-এর ৫ম খণ্ড প্রকাশ করছেন (বাঁদিক থেকে) কলকাতা মেডিকেল কলেজের রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ অপথ্যালমোলজির অবসরপ্রাপ্ত ডিরেক্টর প্রফেসর ডা. অসীম ঘোষ, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের যুগ্ম সচিব ড. কাকলি মুখার্জী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টির প্রফেসর ড. কুমারদেব ব্যানার্জী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা প্রফেসর ডা. দেবাশিস ভট্টাচার্য, নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের হেমাটোলজি ডিপার্টমেন্টের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ডা. প্রান্তর চক্রবর্তী, অভিনেতা-নাট্যকার ও অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক সৌমিত্র বসু

ফিরে দেখা - ২০২৪

(১) 'যা ইচ্ছে তাই'-এর চতুর্থ খণ্ড প্রকাশ অনুষ্ঠানে বাঁদিক থেকে রয়েছেন প্রকাশক শ্রীমতী তটিনী দত্ত; বিশিষ্ট মনোরোগ চিকিৎসক ডা. গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়; পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অবসরপ্রাপ্ত চিফ পোস্টমাস্টার জেনারেল শ্রী গৌতম ভট্টাচার্য; রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কাশিপুর উদ্যানবাটীর ম্যানেজার মহারাজ স্বামী শান্তিপ্রদানন্দ; পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের বিশেষ সচিব শ্রীমতী রুমেলা দে এবং নাট্যকার ও অভিনেতা শ্রী সৌমিত্র বসু। (২) 'বিবেক ইন্দ্রজাল' পরিবেশন করছেন ম্যাজিশিয়ন পীযূষ ব্যানার্জী। সঙ্গে রয়েছেন অনুরণনের পক্ষে শ্রী শৌনক গুপ্ত। (৩) বার্ষিক অনুষ্ঠানে রক্তদান শিবিরে অনুরণনের সদস্যরা। (৪) রক্তদানের পূর্বে প্রাথমিক পরীক্ষা করাচ্ছেন শ্রী জয়ন্ত ঘোষ। (৫-৬) নাট্যকার ও অভিনেতা শ্রী সৌমিত্র বসু-র পরিচালনায় মঞ্চস্থ হচ্ছে নাটক 'বাঘে মানুষে'।

ফিরে দেখা - ২০২৩

(১) রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট স্বামী দিব্যানন্দ মহারাজের হাতে সারাবছর ধরে জমানো ১০ হাজার টাকা তুলে দিচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশনের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র মিত্রোদয় ঘোষ। (২) উপস্থাপনায় আকাশবাণীর বরিষ্ঠ ঘোষক শ্রী অরুণাংশু বিশ্বাস। (৩) স্বাগত ভাষণ দিচ্ছেন শ্রী অরুণাভ সাধু। (৪) 'যা ইচ্ছে তাই'-এর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করছেন সম্মাননীয় অতিথিরা। বাঁদিক থেকে রয়েছেন প্রাক্তন লেবার কমিশনার শ্রী জাভেদ আখতার; জেড এস আই-এর প্রাক্তন অধিকর্তা ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জীববৈচিত্র্য পর্ষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ড. অশোক কান্তি সান্যাল; পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত মুখ্য সচিব ড. মানবেন্দ্র নাথ রায়; স্বামী দিব্যানন্দ মহারাজ; বি এস এন এল-এর প্রাক্তন আধিকারিক শ্রী এস.কে. দেব। (৫) বার্ষিক অনুষ্ঠানের শুরুতে রক্তদান শিবিরে অনুরণনের সদস্যরা। (৬) অনুষ্ঠানে উপস্থিত ক্ষুদে বন্ধুরা। (৭) নাট্যকার ও অভিনেতা শ্রী সৌমিত্র বসু পরিচালিত নাটক 'সেখানে যা নেই'।

ফিরে দেখা - ২০২২

(১) 'যা ইচ্ছে তাই'-এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ অনুষ্ঠানে বাঁদিক থেকে রয়েছেন প্রকাশক শ্রীমতী তটিনী দত্ত, বিশিষ্ট হেমাটোলজিস্ট ডা. প্রান্তর চক্রবর্তী, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. শঙ্কর বসু, বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ এবং নিরন্তর পত্রিকার সম্পাদক ডা. গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অবসরপ্রাপ্ত চিফ পোস্টমাস্টার জেনারেল শ্রী গৌতম ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সারদা আশ্রমের সচিব স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত সচিব শ্রীমতী মধুমিতা রায় এবং বই প্রকাশে সহায়তা করছেন অনুরণনের সদস্যা শ্রীমতী সরিতা নিয়োগী। (২) যন্ত্র সঙ্গীত (বাঁশি) পরিবেশন করছেন শ্রী উপমন্যু কর। (৩) অনুষ্ঠানে উপস্থিত সম্মাননীয় অতিথি মুরলিধর গার্লস মহাবিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রীমতী সুনেত্রা সেনগুপ্ত। (৪) অনুষ্ঠানের উপস্থাপনায় আকাশবাণী কলকাতার এফ.এম. উপস্থাপক শ্রী উজ্জ্বল ভট্টাচার্য এবং আকাশবাণী ও দূরদর্শনের অবসরপ্রাপ্ত ঘোষক ও সংবাদপাঠক শ্রী দেবাশিস বসু। (৫) অভিনেতা ও নাট্যকার শ্রী সৌমিত্র বসু এবং 'অন্তর্মুখ' নাট্যদলের কুশীলবরা। (৬) রক্তদান শিবিরে কলেজের ছাত্ররা।

ফিরে দেখা - ২০২১

অতিমারী আবহে অনুরণনের বার্ষিক অনুষ্ঠান 'Day of Joy' একটু অন্যভাবে পালিত হয়। ২৬.০৬.২০২১ তারিখে নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের হেমাটোলজি বিভাগের একশো জন থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের হাতে ড্রইং খাতা, রং পেন্সিল, মাস্ক, স্যানিটাইজার তুলে দেওয়া হয় ওই বিভাগের অধ্যাপক ডা. রাজীব দে-র উপস্থিতিতে। অনুরণনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন শ্রী রাজীব দত্ত।

'দুর্বার' সংগঠনের ৫০ জন শিশুর হাতে ড্রইং খাতা, রং পেন্সিল, মাস্ক, স্যানিটাইজার তুলে দেওয়া হয় ২৬ জুন, ২০২১-এ। উপস্থিত ছিলেন শ্রী রাজীব দত্ত।

২৭.০৬.২০২১ তারিখে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের জুনিয়ার হাইস্কুলে ১০০ জন কিশোরীকে মশারি, গামছা, নেইলকাটার, থার্মোমিটার, স্যানিটারি ন্যাপকিন, সাবান চিরুনি, নারকেল তেল, মাস্ক ইত্যাদি অনুরণনের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের সহ-সম্পাদক স্বামী কৈবল্যানন্দ এবং প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী অম্বিকেশানন্দ, নিম্ন বুনিয়াদী স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শ্রী শ্রীধর মণ্ডল এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ শাখার অবহেলিত ক্রান্তীয় অসুখের দায়িত্বপ্রাপ্ত সঞ্চালক ডা. প্রীতম রায় প্রমুখ।

২১.১১.২০২১ তারিখে এন এইচ নারায়ণা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে (আন্দুল, হাওড়া) হৃদরোগে আক্রান্ত শিশুদের সঙ্গে টিম অনুরণন। সঙ্গে রয়েছে শ্রীজয়ী ঘোষ, শ্রীজয়ীর দাদু শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তী, মা- সুনৃতা ঘোষ, বাবা- শান্তনু ঘোষ। অনুরণনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন শ্রী বিশ্বজিৎ দত্ত ও শ্রী সুপ্রিয় মুখার্জী।

সভাপতির কলমে

কথায় বলে 'নেই কাজ তো খই ভাজ'! এক্ষেত্রে অবশ্য ঠিক তেমনটা নয়। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সকলকেই কিছু না কিছু কাজ করতে হয়। সুতরাং একেবারে 'নেই কাজ' বলা যাবে না।

তবে জীবন জীবিকার জন্য কাজ করার মধ্যে একটা বাধ্যবাধকতা আছে, তাতে ক্ষুন্নিবৃত্তি হলেও মনের তৃপ্তি হয় না। তাই মনের খোরাক মেটাতে অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও জনস্বার্থে কিছু কিছু কাজ করার চেষ্টা করি। সরাসরি কোনো বাধ্যবাধকতা না থাকলেও সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই কয়েকজন একত্রিত হয়ে কিছুটা হলেও দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করছি। তবে সাধ আর সাধ্যের মধ্যে পার্থক্য বেশ খানিকটা থেকেই যাচ্ছে। সদস্যদের সক্রিয়তা সত্ত্বেও এটুকুও করা যেত না যদি না শুভানুধ্যায়ীরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। তবে অনেক চেষ্টা করেও কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। এর ফলে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা জন্ম নিতে বাধ্য। এটা খুব স্বাভাবিক যে— সকলে সব কর্মসূচিতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে পারেন না। কিন্তু সংগঠনের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত থাকতে সবাই আগ্রহী। এ ছাড়া সংগঠনের সাথে সেভাবে যুক্ত নন এমন ব্যক্তিদের কাছে সংগঠনকে তুলে ধরতে গেলেও সংগঠনের কার্যকলাপ সম্পর্কে উপযুক্ত তথ্য প্রদান খুবই জরুরি। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা পেতে গেলেও এটা খুব প্রয়োজন।

এই জাতীয় চিন্তা থেকেই মনে হয়েছিল একটা সময়ভিত্তিক সংবাদ সংকলন (Newsletter) প্রকাশ করতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু ঠোঁটের সাথে চায়ের কাপের পার্থক্য যে বিস্তর! বিশেষ করে আমাদের মতো অপেশাদারী সংগঠনের ভাবনা আর তার রূপায়নের মধ্যে অনেকটা সময়ের পার্থক্য থেকেই যায়।

তবু 'একেবারে না হওয়ার থেকে দেরিতে হওয়া ভালো'— এটা মাথায় রেখে শেষ পর্যন্ত প্রথম সংকলন প্রকাশ করতে পেরে আনন্দিত বোধ করছি। আশা করছি নিয়মিত ব্যবধানে পর পর সংকলনগুলি বের করে সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের হাতে তুলে দিতে পারবো। যাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এ কাজ সম্পন্ন হলো এবং ভবিষ্যতেও চালানো যাবে বলে আশা করি। তাঁদের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে বলছি, এই মহান প্রচেষ্টা চালু রাখুন, সকলে আপনাদের সঙ্গে আছে।

সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আবেদন করি, তাঁরা যেন গঠনমূলক সমালোচনা ও সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে এই প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেন।

তমাল কুমার রায়
চেয়ারপার্সন, অনুরণন

মরণোত্তর নেত্রদান পক্ষে কলকাতা আর.আই.ও.-তে অনুরণন

২৫ আগস্ট থেকে ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১ '36th National Eye Donation Fortnight'-এর শেষ দিন বিকালে অনুরণন-এর পরিচালনায় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ক্যাম্পাসে Regional Institute of Opthalmology (RIO), Kolkata-র সহায়তায় একটি ছোট্ট অনুষ্ঠানে ১০জন চক্ষুরোগীকে রেডিও প্রদান করা হয়। RIO-র নিজস্ব সেমিনার হলে 'আগুনের পরশমণি' গানটি গেয়ে ও পরে বক্তব্য রেখে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন RIO-র ডিরেক্টর-প্রফেসর ডা. অসীম কুমার ঘোষ। এরপরে বক্তব্য রাখেন প্রফেসর ডা. সঞ্জয় চ্যাটার্জী, আকাশবাণীর সহ-অধিকর্তা সৌমেন বসু এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের বিশেষ সচিব শুক্তিসিতা। অনুরণনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন শ্রী সুপ্রিয় মুখার্জী, শ্রী দেবাশিস ব্যানার্জী, শ্রী সত্যসন্দীপ দত্ত, শ্রীমতী সুলতা বিশ্বাস, শ্রী ঋষি বিশ্বাস, শ্রী গৌতম মুখার্জী প্রমুখ। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডা. অঙ্কিতা সাহা ও ডা. জয়শ্রী বিশ্বাস সাহা।

স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রসারে অনুরণনের উদ্যোগের স্বীকৃতি

অনুরণন দীর্ঘদিন ধরে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রসারের কাজ করে আসছে। ২০১৮ সালে কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সেক্রেটারি স্বামী লোকত্তরানন্দজি মহারাজের সহযোগিতায় মিশনের পার্শ্ববর্তী বালিকা বিদ্যালয়ের একশো জন কিশোরীর হাতে তুলে দেওয়া হয় থার্মোমিটার, নেইল কাটার এবং দু'মাসের প্রয়োজনীয় স্যানিটারি ন্যাপকিন। আবার দক্ষিণ কলকাতার মুরলিধর গার্লস মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীদের থ্যালাসেমিয়া স্ক্রিনিং অনুরণনের পক্ষ থেকে সাফল্যের সঙ্গে করা হয়েছিল। অতিমারী আবহের পর সুন্দরবনের ঝড়খালি এলাকাতেও একশো পরিবারের মধ্যে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, পতঙ্গবাহিত রোগ থেকে সুরক্ষার জন্য মশারি প্রদান করা হয়। ধারাবাহিকভাবে স্বাস্থ্য সচেতনতায় অনুরণনের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে মুকুন্দপুর আমরি হাসপাতাল। অনুরণনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ডা. অরূপ ব্যানার্জী।

অনুরণনের ছোঁয়ায় উদ্দীপ্ত উনাই নেতাজি সেবা প্রতিষ্ঠান

শম্পা দে, সদস্যা, উনাই নেতাজি সেবা প্রতিষ্ঠান

অনুরণন, এক আলোর নাম। হঠাৎ করেই বছর আড়াই আগে উনাই নেতাজি সেবা প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা জানতে পারেন অনুরণনের কথা। বনগাঁ মহকুমার কালুপুর পঞ্চায়েতে গড়ে ওঠা উনাই নেতাজি সেবা প্রতিষ্ঠান সুসাস্থ্য, সুশিক্ষা এবং সুসংস্কৃতির লক্ষ্যে পথ চলা শুরু করেছিল ২০০৪ সালে। ছোটো ছোটো পায়ে চলতে চলতে আজ এই প্রতিষ্ঠান নানা দিকে শাখা প্রশাখা বিস্তার করেছে। সংস্কৃতি চর্চা, দুঃস্থ অথচ মেধাবীদের পড়াশুনোয় সাহায্যের পাশাপাশি একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রও গড়ে তুলেছে এই সংগঠন। এখানে স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে থাকেন চিকিৎসকেরা। এইরকমই একটি কাজের সূত্রে উনাই নেতাজি সেবা প্রতিষ্ঠানের এক শুভানুধ্যায়ীর সাথে আলাপ হয়েছিল অনুরণনের সদস্যদের। উভয়ের ভাবনা ও কাজের পরিধি ভালো লেগেছিল উভয়ের। এরপর উনাই নেতাজি সেবা প্রতিষ্ঠানের আন্তরিক আবেদনে সাড়া দিয়ে পরপর দু'বছর বছর স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে অনুরণনের কয়েকজন সদস্য এসেছিলেন কালুপুরে। ১৫ আগস্ট উনাই নেতাজি সেবা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা দিবস। এই জন্মদিনে অনুরণনকে কাছে পেয়ে উদ্দীপ্ত হয়েছিল সদস্যরা। শুরু হয়েছিল এক নতুন বন্ধুতা। গল্প এবং ক্যুইজের সঙ্গে গাছ, সাইবার অপরাধ সহ নানা বিষয়ে বিশিষ্ট বক্তারা মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন, যেগুলি উপস্থিত ছোটো-বড়ো সকলকে অনুপ্রাণিত করেছে।

উনাই নেতাজি সেবা প্রতিষ্ঠান এবং অনুরণনের এই পারস্পরিক সহাবস্থানে এখন তারা বন্ধু। যে বন্ধুত্ব দু'টি যৌথ ডানায় ভর করে উড়তে চায় আলোর আকাশে। একটি সংস্থা দুঃস্থ অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীকে বিশেষ আর্থিক সহায়তা দান করে। অপরটি, আগামী প্রজন্মের হাতে বই তুলে দেয়, যা তাদের নব দিগন্তের সন্ধান দিতে পারে। এ ছাড়াও এদের পারস্পরিক সহাবস্থান এই স্বার্থপরতার যুগে এক উদাহরণ হতে পারে যা দূরত্বের সীমারেখাকে অতিক্রম করে ভাবনার নৈকট্যের জয়গান গায়, সহানুভূতি নয়, ওড়ায় সহানুভূতির জয়পতাকা।

রবীন্দ্রনাথ 'পরাজয়- সঙ্গীত'-এ লিখেছেন,

'জাগ জাগ জাগ ওরে, গ্রাসিতে এসেছে তোরে
নিদারুণ শূন্যতার ছায়া
আকাশ-গরাসী তার কায়া'

বর্তমান প্রজন্মের শিশু-কিশোরদের মূল্যবোধ, সৃষ্টিশীলতা এবং বৌদ্ধিক বিকাশকে গ্রাস করার জন্যে আধুনিক প্রযুক্তি-বাহিত উন্মুক্ত বিশ্বের হাজারো প্রলোভনের ডালি হাতের মুঠোয় এসে ভীড় করছে। ওই সর্বগ্রাসী যান্ত্রিকতার করাল গ্রাসের সামনে শুভচেতনার প্রাচীর তুলে তাদের মানবিক সত্তাকে সদাজাগ্রত রাখাই 'যা ইচ্ছে তাই'-এর সবক'টি খণ্ড-র লক্ষ্য।

যা ইচ্ছে তাই-এর ছ'টি খণ্ডে স্থান পেয়েছে ডাকঘরের রহস্য, আন্টার্কটিকায় কীভাবে টয়লেট করতে হয়, মেয়ে বাবুইপাখি কীভাবে পাত্র নির্বাচন করে, বৈকাল হ্রদের ওপর চাদর ট্রেক, মহাকাশে উপগ্রহের কাজ সারা হয়ে গেলে কোথায় যায়, চিড়িয়াখানায় কে কী খায়, প্রজাপতি কীভাবে একলপ্তে সাহারা মরুভূমি পেরিয়ে যায়, গল্পে নিমনিক্স-এর সূত্র সহ বিচিত্র বিষয়ভিত্তিক নিবন্ধ, গল্প ও রম্য রচনা, যেগুলি শিশু-কিশোরদের বৌদ্ধিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি বিষয়ে সচেতনতা এবং নীতিবোধ জাগ্রত করবে বলেই মত দিয়েছেন বিদগ্ধমহল। আপনার স্নেহধন্য শিশু-কিশোরদের মনের বিকাশের সঙ্গে নির্মল আনন্দ দানের জন্যে 'যা ইচ্ছে তাই'-এর খণ্ডগুলি সংগ্রহ করার আবেদন জানাই।

যোগাযোগ- ৯৪৩৩৩৪২২৩১ / ৯৪৩৩৩৬০৮০৯

আলিপুর মহিলা সংশোধনাগারে 'ডে অফ জয়'

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী দিব্যানন্দ মহারাজের সহযোগিতায় ২০১৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর মহালয়ার দিন টিম অনুরণন পৌঁছে গিয়েছিল আলিপুর মহিলা সংশোধনাগারে। সংশোধনাগারে থাকা মহিলাদের পুনর্বাসনের সময় বিকল্প ও পরিপূরক জীবিকা হিসাবে ড্রাগন ফ্রুট চাষ নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় আড়াইশো জন মহিলা শিক্ষার্থী ওই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। পরিচালনায় ছিলেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক আধিকারিক বিনয় সিনহা। একই সঙ্গে সেখানকার শিশুদের আনন্দ দানের জন্য পঞ্চতন্ত্রের গল্প পাঠ করে শোনান অভিনেতা ও নির্দেশক সৌমিত্র বসু। স্বামী দিব্যানন্দ উপস্থিত সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করেন।

ছবিতে বাঁদিক থেকে রয়েছেন অরুণ পাল, মলয় ঘোষ, বিশ্বজিৎ দত্ত, স্বামী দিব্যানন্দ মহারাজ, অরুণ কর, সংশোধনাগারের আধিকারিক শকুন্তলা সেন, দেবাশিস ব্যানার্জী, সুনন্দা সরকার, বিনয় সিনহা, দিব্যেন্দু দত্ত, মনোজ সরকার, সৌমিত্র বসু, সুপ্রিয় মুখার্জী, শৌনক গুপ্ত প্রমুখ।

মনকে অনুরণিত করে অনুরণনের সমস্ত উদ্যোগই

গৌতম ভট্টাচার্য, অনুরণনের সদস্য ও যাণ্মাষিক মুখপত্রের যুগ্ম সম্পাদক এবং
অবসরপ্রাপ্ত চিফ পোস্টমাস্টার জেনারেল, (পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম ও আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ)

২৮ জুন কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'অনুরণন'-এর বার্ষিক সভা। প্রত্যক বছরই যাই, গিয়ে ভালো লাগে বলে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। অনুরণন গত ১৫ বছর শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের মনোবিকাশের কাজে নিয়োজিত এবং সেই সঙ্গে নানা মারণরোগে আক্রান্ত শিশুদের সঙ্গে বছরে অন্তত একটিবার 'আনন্দের দিন' উদযাপন করে। বার্ষিক সভায় শিশুদের আনন্দ প্রদানের জন্য তাই ছিল ম্যাজিক শো, গান, মূকাভিনয় ও নাটক। সংগঠনটি আর্ত ও অবহেলিত মানুষের কল্যাণে, বছরের বিভিন্ন সময়ে সেবামূলক কর্মসূচিও গ্রহণ করে।

বার্ষিক অনুষ্ঠানে মলয় ঘোষের সম্পাদনায় এবারও প্রকাশিত হল ছোটোদের জন্য বই 'যা ইচ্ছে তাই' (৫ম খণ্ড)। পড়াশোনার নিরন্তর চাপে যে শিশুদের শৈশব হারিয়ে যাচ্ছে, তাদের খেলার ছলে জীবনের শিক্ষা দেবার প্রয়োজন। এই বিশ্বাস থেকেই প্রতি বছর 'যা ইচ্ছে তাই' প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

বইটির ৫ম খণ্ড উৎসর্গ করা হয়েছে 'সেই সব বাবা-মাকে যাঁরা ইংরেজি আগ্রাসনের তীব্র স্রোতের মধ্যেও সন্তানকে বাংলা পড়তে শেখাচ্ছেন'। মুখবন্ধে লেখা হয়েছে সর্বগ্রাসী যান্ত্রিকতার মোকাবিলায় শুভ চেতনার প্রাচীর তুলে কিশোর-কিশোরীর মানবিক সত্তাকে সচেতন করাই বইটির উদ্দেশ্য। এবছর 'যা ইচ্ছে তাই'-এ আছে বিভিন্ন বিষয়ে ৩৪টি প্রবন্ধ। বলা বাহুল্য বই বিক্রির সমস্ত আয়ই খরচ হবে থ্যালাসেমিয়া ও ক্যানসারে আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসার সহযোগিতায়।

অনুরণনের এই কর্মকাণ্ডে শামিল হতে চাইলে কিংবা আরও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করতে পারেন নীচের mail id-তে : mailtoanuranan@gmail.com

ঘুড়ির সঙ্গে উড়ে যায় খাঁচায় বন্দি মন

ডা. শিবপ্রসাদ পাল, চক্ষুরোগ রোগ বিশেষজ্ঞ

মলয় অনুরণন-এর পক্ষ থেকে ছোটোদের জন্য একটা বই করতে চায়। নাম 'যা ইচ্ছে তাই'। আর এই বইয়ের যা গল্প-কবিতা-নাটক থাকবে তার অলংকরণ আমাকে করতে হবে। প্রথমে ইতস্তত করছিলাম এই ভেবে যে আমি নিয়মিত আঁকি না। তারপর ভাবলাম যে ছোটোদের জন্য লেখা অলংকরণে ভুলত্রুটি থাকলেও ছোটোরা তাদের নির্মল মন দিয়ে দেখবে আর ওদের চোখ সব মেনে নেবে। অনুরণন-এর অনেক কাজ আছে। সে সব জানি, শুনেছি ছবি দেখি। ভালো লাগে। কিন্তু সরাসরি যুক্ত থাকতে পারি না। তাই এই কাজের দায়িত্ব পেয়ে ওদের জন্য কিছু করতে পারব এই ভেবে রাজি হয়ে গেলাম।

লেখা আসতে থাকল। বিভিন্ন বিষয়। সেই বিষয়ে অভিজ্ঞতা আর কাজ করা মানুষেরা গল্পের আকারে লিখছেন। প্রথমে গল্পগুলি পড়ে মনের মধ্যে কল্পনা করে প্রাথমিক স্কেচ করলাম। ও হ্যাঁ বলতে বলতে ভুলে গেছি, প্রচ্ছদের দায়িত্বও আমার ছিল। সে বিষয়ে ভাবতে গিয়ে মনে হল ছোটোবেলায় যে সমস্ত খেলা আমরা খেলেছি তাই নিয়ে প্রচ্ছদে কাজ করলে ভালো হবে। এরপর মনে হল বিভিন্ন ধরনের ঘরে বাইরে খেলার মধ্যে ঘুড়ি ওড়ানো মনে দাগ কেটেছিল। কারণ নীল আকাশে সুতো ছাড়তে ছাড়তে ঘুড়ি যখন কাছ থেকে দূরে আরও দূরে চলে যায় তখন খাঁচা থেকে মনটাও ছাড়া পায় আর ঘুড়ির সাথে উড়ে যায়। তাই প্রচ্ছদে লাটাই-সুতো-ঘুড়ি থাকবে। তো সেভাবেই আঁকার চেষ্টা করেছি।

ছবি সাদা কালোতে হবে। প্রথম সংখ্যায় স্কেচ করেছি। পরের সংখ্যাগুলিতে আলো ছায়ার কাজ করেছি। প্রথম খণ্ড বেরিয়েছিল ২০১৯ সালে। দেখতে দেখতে ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হবার সময় এসে গেল। আর একটা বিষয় 'যা ইচ্ছে তাই'-এর সংকলন ও সম্পাদনার দায়িত্বে মলয় নিজে আছে। অলংকরণ করার সময় ওর সাহায্য সাজেশন পেয়েছি। কম্পোজার ভাইরাও ভালো। তারাও পাশে থেকেছে।

সব মিলিয়ে 'যা ইচ্ছে তাই'-এর প্রচ্ছদ অলংকরণের কাজ করে আনন্দ পেয়েছি। আশা করব অনুরণন-এর অন্যান্য কাজের সাথে এই বই প্রকাশের কাজও এগিয়ে যাবে।

Anuranan Bank Details

Punjab National Bank, Rahara (Khardah) Branch
A/C No. : 0346010242776, IFSC : PUNB0034620
All remittances to be addressed in favour of '***ANURANAN***'.
Donation is exempted under section 80G of Income Tax Act, 1961.
vide Unique Registration Number- AAFTA4915PF20241

গৌরীপুরের দেবদেবীরা

বহুল প্রচারিত এক সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় মাত্র ৭-৮ লাইনের একটি খবরে চোখ আটকে যায়। গৌরীপুর হাসপাতালের পাশেই থাকা মঙ্গলচণ্ডী কুষ্ঠ কলোনিতে থাকা বেশ কয়েকটি পরিবার আবাস যোজনার ঘর নিতে অস্বীকার করেছে। তাঁদের বক্তব্য, ব্লক প্রশাসনের সহায়তায় মাথা গোঁজার ঠাঁই কিছুটা হলেও যখন হয়েছে, তখন নতুন করে আর সরকারি ঘর নেওয়ার কী প্রয়োজন? বরং আবাস যোজনার ঘর পাক তাঁদের চেয়েও প্রান্তিক মানুষেরা। মনে হল, বাঁকুড়া জেলার বাঁকুড়া-১ নং ব্লকের মঙ্গলচণ্ডী কলোনির কুষ্ঠ রোগ থেকে সেরে ওঠা ওইসব দেবদেবীদের একবার সামনা-সামনি গিয়ে প্রণাম করে আসা উচিত।

সেই মতো ২০২৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি টিম অনুরণন পৌঁছায় বাঁকুড়ার গৌরীপুরের মঙ্গলচণ্ডী কলোনিতে। সেখানে আছে ২৭টি পরিবার। আর ঘর আছে মোট ১৪টি। ২০২২ সালের ৭ মার্চ তদানীন্তন জেলা শাসক কে. রাধিকা আইয়ার-এর তত্ত্বাবধানে এই পুনর্বাসন কেন্দ্রটি গড়ার উদ্যোগ শুরু হয়। ঠিক এই জায়গাতেই আগে পরিবারগুলি কোনও রকমে ত্রিপল খাটিয়ে ঝুপড়ির তলায় বাস করতেন। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হঠাৎ প্রবল বর্ষণে এঁদের মাথার আচ্ছাদন উড়ে গেল। এমনিই মানুষগুলোর পেশা ছিল ভিক্ষাবৃত্তি। অকাল বর্ষণ সবক'টি পরিবারকে ভাসিয়ে দেয়। জেলা শাসকের নেতৃত্বে তৈরি হয় ১২টি ঘর। তারপর আরও ২টি ঘর তৈরি হয় আবাস যোজনার মাধ্যমে।

কলোনির ভেতরে উঠোনের দু'পাশে ঘরের মাঝখান দিয়ে পূর্ব দিকে যেখানে রাস্তা শেষ হয়েছে, সেখানে একটি আবক্ষ মূর্তি রয়েছে। বছর ষাটেকের এক মানুষ। গায়ে পাঞ্জাবি। মাথার বাঁদিকে সিঁথি। চুল পাট করে ডানদিকে টেনে আঁচড়ানো। গলায় রয়েছে প্লাস্টিকের ফুল আর পুথির মালা। মানুষটি সুনীল পাল। জন্মেছিলেন ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে। আর চলে যাওয়া ১৪২২ বঙ্গাব্দে। অঞ্জন চৌধুরীর কাছে শোনা, 'এই মানুষটি গৌরীপুরের মঙ্গলচণ্ডী কলোনির প্রতিষ্ঠাতা।' শোনা যায়, সুনীলবাবুরও কুষ্ঠ হয়েছিল। গৌরীপুর কুষ্ঠ হাসপাতালেই তাঁর চিকিৎসা হয়েছিল। এখন যেখানে মঙ্গলচণ্ডী কলোনি তৈরি হয়েছে, তা ছিল সুনীলবাবুদেরই জায়গা। হাসপাতালে দূর-দূরান্ত থেকে কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসার জন্য মানুষ আসতেন। বাড়ির লোক রোগীকে ভর্তি করে আর কোনও যোগাযোগ রাখতেন না। দীর্ঘদিন হাসপাতালে চিকিৎসা পেয়ে সেরে ওঠার পর সেই সহায়-সম্বলহীন মানুষগুলির ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া আর কোনও গতি ছিল না। বাড়িতে ফিরে যাওয়ারও কোনও পথ ছিল না। সেই সময় সুনীলবাবুই ওইসব সেরে ওঠা কুষ্ঠ রোগীদের নিজের ভিটেতে থাকতে অনুমতি দিয়েছিলেন। একটু এগোতেই দেখা হল ষাটোর্ধ্ব সীতা প্রামাণিক-এর (নাম পরিবর্তিত) সঙ্গে। চোখের দিকে তাকাতেই দেখলাম, ডানচোখের পাতা পড়ছে না। বুঝলাম শরীরে কুষ্ঠ হওয়ার পাশাপাশি অপটিক নার্ভও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মনসাতলার জটলার মধ্যে স্বামী আর একমাত্র পুত্রকেও দেখতে পাওয়া গেল। সীতা স্কুলে পড়তে পড়তেই কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন। বাড়ি ছিল ঝাড়গ্রামে। গরিব পরিবার। সংসারে ছিল মা আর ভাই। কুষ্ঠরোগে সীতা হাতের আঙ্গুলগুলি হারিয়ে শারীরিক প্রতিবন্ধকতার শিকার হন। দীর্ঘদিন ধরে গৌরীপুর কুষ্ঠ হাসপাতালে চিকিৎসা চলে। সেরে ওঠার পর সীতার পরিবার আর তাকে ঘরে ফেরাতে রাজি হয়নি। অতএব সীতার ঠিকানা হয় গৌরীপুরের সুনীলবাবুর জমিতে। হাসপাতালে চিকিৎসা চলতে চলতেই সমবয়সী পুরুলিয়ার উপেন মাইতি-র (নাম পরিবর্তিত) সঙ্গে সীতার পরিচয় হয়েছিল। উপেনবাবুও চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। সুস্থ হয়ে ওঠার পর উপেনবাবুর সঙ্গেও একই ঘটনা ঘটেছিল। কিছুদিনের মধ্যেই চারহাত এক হয়ে যায়। তাঁদের সন্তান যাতে কোনওভাবেই কোনওরকম অস্পৃশ্যতার শিকার না হয় আর সমাজে যাতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তার জন্য প্রথম থেকেই ছেলের পড়াশোনার ওপর জোর দিয়েছিলেন। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে আজ তাঁদের ছেলে ছত্তিশগড়ে নার্সিং নিয়ে পড়াশোনা করছে।

এরপর বছর সত্তরের এক বৃদ্ধার দিকে চোখ চলে গেল। শান্ত স্বভাবের ওই মানুষটিকে সবাই লক্ষ্মী পিসি (নাম পরিবর্তিত) বলে ডাকে। পিসির হাতে-পায়ে কুষ্ঠের চিহ্ন প্রকটভাবে রয়েছে। মঙ্গলচণ্ডীরই একজন জানালো, এখানে যতগুলো পরিবার আছে, ততগুলো ঘর নেই। তাই অনেকেই সংসার পাতিয়ে এক ছাদের নিচেই বসবাস করেন। পিসিও তাই কম বয়সের হলেও শুধুমাত্র মাথার ওপর ছাদ পাওয়ার আশায় একজনকে বিয়ে করেছেন। এই বিয়ে শুধুই মনের মিলন, আর কিছু নয়। পিসেমশাইকে দেখার খুব ইচ্ছে হলেও দেখা হল না। বাঁকুড়ার এক ছোট্ট গ্রামে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল যেন বারাণসীর মধ্যেই আমি হারিয়ে গেছি। এক ছাদের নিচে থাকার এমন আকুতি, মানসিক বন্ধন, বিবাহ সবকিছু আমার শহুরে আভিজাত্যকে এক ঝটকায় ম্লান করে দিল।

মঙ্গলচণ্ডী কলোনিতে প্রবেশের পরই চেয়ারে এক সাধু বাবাকে বসে থাকতে দেখেছিলাম। চেয়ারের পাশে ক্রাচ রাখা দেখে বুঝেছিলাম, কুষ্ঠ রোগে পায়ের অনেক অংশই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একটু ভালো করে দু'হাতের তর্জনি, মধ্যমা আর অনামিকার দিকে চোখ রাখতেই দেখলাম প্রতিটি আঙুলের নখ পর্যন্ত অংশ ক্ষয়ে গেছে। কনিষ্ঠ আঙুল দু'টি আছে কিনা বোঝা গেল না। হাত থেকে এবার মাথার দিকে তাকাতেই দেখলাম, মাথায় নামাবলি পাগড়ির মতো জড়ানো। পরনে গেরুয়া ধুতি আর গেরুয়া জহর কোট। জহর কোটের নীচ থেকে গেঞ্জির যে হাতা বেরিয়ে রয়েছে তা দেখে সহজেই অনুমান করা যায় ব্রাজিলের কোনও সাপোর্টার সাধুবাবাকে তার গেঞ্জিটি ভালোবেসে উপহার দিয়েছে। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, পাকা গোঁফ আর দাড়িতে সারা মুখ ঢেকেছে। কপালে বলিরেখার দাগ স্পষ্ট। চিবুকের নিচের চামড়ায় ভাঁজ ধরেছে। জানা গেল, লক্ষ্মণ মাহাতো (নাম পরিবর্তিত)। পুরুলিয়ার পুঞ্চাতে বাড়ি। স্ত্রী, দুই ছেলে আর মেয়ে নিয়ে ভরা সংসার ছিল। হাতে পায়ে কুষ্ঠ জানান দিতেই বাড়ির লোক দিয়ে যায় কুষ্ঠ হাসপাতালে। সেরে ওঠার পর বাড়ির লোক মুখ ফিরিয়ে নেওয়াতে ঠাঁই হয়েছে মঙ্গলচণ্ডী কলোনিতে। লক্ষ্মণবাবু কেন সাধুবাবার বেশ নিয়েছেন বুঝতে কষ্ট হল না।

এই প্রতিবেদন লেখার সময় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে মঙ্গলচণ্ডী কলোনির বয়স্ক দু-একজন প্রয়াত হয়েছেন। মঙ্গলচণ্ডী কলোনির ২৭টি পরিবারের জন্য 'অনুরণন'-এর পক্ষ থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ২৭টি রেডিও। যেহেতু কলোনিতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা ছিল তাই রেডিওর সঙ্গে অ্যাডাপটারের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল, যাতে প্রতিমাসে ব্যাটারি কিনতে না হয়। আকাশবাণীর গানের ভেলা, সুস্বাস্থ্য, শিশুমহল, মহিলা মহলের মতো অনুষ্ঠানগুলি যাতে মঙ্গলচণ্ডী কলোনির বাসিন্দারা শুনতে পারেন এবং তার থেকে উপকৃত হতে পারেন, তার জন্যই সবদিক ভাবনাচিন্তা করে টিম অনুরণন রেডিও-র ব্যবস্থা করেছিল। আজও মঙ্গলচণ্ডীর সীতাদি রেডিওতে মহালয়া শুনে ফোন করেন। লক্ষ্মীপিসি দুপুরবেলার নাটক আর গান শুনে অনুরণনকে সাধুবাদ জানাতে ভোলেন না।

■ মলয় ঘোষ

ট্রাম যাত্রায় আনন্দ ভ্রমণ

১৮ জানুয়ারি ২০২০, 'অনুরণন' তার কর্মকাণ্ডে সংযোজন করল আরেকটি 'আনন্দের দিন'। কলকাতার ঐতিহাসিক ঐতিহ্যবাহী 'ট্রাম যাত্রায় আনন্দ ভ্রমণ'। যে ভ্রমণে মূল অতিথি হিসেবে হাজির ছিল নীলরতন সরকার হাসপাতাল থেকে আসা থ্যালাসেমিয়াপীড়িত শিশুর দল, ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বেশ কিছু শিশু এবং 'মায়া ফাউন্ডেশন'-এর তরফ থেকে অংশগ্রহণ করেছিল আরও একঝাঁক শিশু, যাকা সমাজের অর্থনৈতিক আঁধারবৃত্তে কিংবা পথের পাশে অবহেলায়, তাদের ছোট্টজীবনের মজাদার অনেক মূহুর্তই আনন্দে-আন্তরিকতায় তেমনভাবে ফুটে উঠতে দেখেনি।

'অনুরণন'-এর এই উদযাপনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিল কলকাতা ট্রাম কোম্পানি। তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে পাঁচটি ট্রাম কোচ, যেগুলোতে করে দুপুর দুটোয় কচিকাঁচা শিশুরা কলকাতা এসপ্ল্যানেড থেকে হরেক মজার পশরা নিয়ে পথ পাড়ি দিয়েছিল খিদিরপুর অবধি। ট্রাম যাত্রার সূচনা করেন কাঁকুড়গাছি যোগদ্যানের সেক্রেটারি মহারাজ (রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট) স্বামী বিমলাত্মানন্দজী। শীতের কলকাতায় ট্রামে বেড়ানোর মজা, পথের অবসরে সবর সাথে টুকরো গান, কবিতা, ম্যাজিক ভাগাভাগি আর টুকটাক খাওয়াদাওয়া সব মিলিয়ে মিশিয়ে এই উদ্যোগ তাদের একঘেয়ে, রোগজর্জর কিংবা অভাবজড়িত দৈনিক স্মৃতিতে একটু অন্যরকম স্বপ্নসঞ্চারের। কলকাতার এই পুরোনো বাহনের ইতিহাস একটুআধটু জানাও চলতে থেকেছিল পথচলার সঙ্গী হয়ে। বিকেলে আবার এসপ্ল্যানেডে ফিরে এসে যাত্রা ইতি।

শিশুমনের কোমল কল্পনা আর কৌতূহলের জগতে যখন বাস্তব কঠিন ছায়া ফেলে তাকে বিড়ম্বিত করতে চায়, যখন মনখারাপ এসে জুড়ে বসে, তারই মধ্যে একটা দিন, একটু ইতিহাস, কিছুটা ব্যতীক্রমী পথচলা, খানিক স্বপ্ন, অনেকখানি আদর আর গায়ে গায়ে লেগে থাকা অনাবিল আনন্দ এই নিয়ে আয়োজিত 'আনন্দ দিন', সবার মধ্যে, সবার সাথে, পথচলাতে 'অনুরণন' অঙ্গীকারবদ্ধ।

■ প্রান্তিক ঘোষ

A Journey Through Time

1873	24th February, First Tram runs in Kolkata. (Discontinued in 20th November).
1880	Tram Service Restarts.
1882	Steam Engine driven Tram introduced.
1902	Electricity Powered Trams introduced in Calcutta.
1905	Electricity Powered Trams introduced in Howrah.
1920	Bus services introduced. Later Discontinued in 1925.
1927	Own Power Station at Nonapukur closed down. Power taken from CESC then onwards.
1943	Howrah Kolkata Tram routes linked.
1967	Government takes over CTC management.
1978	CTC becomes a Government Company through enactment.
1982	Steel Body Tram introduced.
1992	Bus services re-introduced.
2008	New look Polycarbonate sheet covered Trams introduced.
2013	15th August, Tram made classless no more second class, two bogies of same class.
2013	19th June, Air Conditioned Trams introduced.

সেবাই ধর্ম

সুনেত্রা সেনগুপ্ত

অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, মুরলীধর গার্লস কলেজ কলকাতা

গত প্রায় পনেরো বছর ধরে অনুরণনের পথচলাকে আমি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছি। এই দীর্ঘ সময়ে আমি প্রত্যক্ষ করেছি যে অনুরণন একটি মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং সেবাধর্মকে ধারণ করে চলা অনন্য প্রতিষ্ঠান। সমাজের নানা স্তরের মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে, বিশেষ করে শিশু, কিশোর-কিশোরী ও অসহায় মানুষের জীবনকে আরও সুন্দর ও অর্থবহ করে তোলার লক্ষ্যেই 'অনুরণন'-এর পথচলা।

বর্তমান সমাজে যেখানে প্রতিযোগিতা, একাকীত্ব ও মানসিক চাপ মানুষের জীবনকে ক্রমশ জটিল করে তুলছে, সেখানে 'অনুরণন' বিশ্বাস করে মানুষের প্রতি মানুষের আন্তরিক সংযোগই পারে জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে। সেই ভাবনা থেকেই সংগঠনটি নানা সমাজসেবামূলক, শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সচেতনতা, সহযোগিতা ও মানবিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করে চলেছে।

অনুরণনের কর্মকাণ্ডের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল মানুষের প্রয়োজনের মুহূর্তে পাশে দাঁড়ানোর আন্তরিক প্রচেষ্টা। সমাজের অপেক্ষাকৃত সুবিধাবঞ্চিত অংশের মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সহায়তার ক্ষেত্রে সংগঠনটি ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে। বিভিন্ন সময়ে আর্থিকভাবে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান, বই ও শিক্ষা-সামগ্রী বিতরণ, স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মসূচি, চিকিৎসা সহায়তা, শীতবস্ত্র বিতরণ, অসহায় মানুষের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া, প্রবীণ ও অসহায় মানুষের সহায়তা, রক্তদান ও স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত উদ্যোগ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা সংকটকালে ত্রাণ ও সহায়তা পৌঁছে দেওয়া, এবং মানবিক সহমর্মিতার ভিত্তিতে নানা কল্যাণমূলক কর্মসূচি ও বিভিন্ন সামাজিক কল্যাণমূলক উদ্যোগের মাধ্যমে অনুরণন নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

'অনুরণন' শুধুমাত্র সমাজসেবামূলক কাজেই সীমাবদ্ধ নয়; সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমেও নতুন প্রজন্মের মধ্যে মূল্যবোধ, সৃজনশীলতা এবং সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অনুরণনের প্রকাশনা উদ্যোগ 'যা ইচ্ছে তাই' গ্রন্থমালা। শিশু ও কিশোর পাঠকদের কল্পনাশক্তি, সৃজনশীলতা এবং সাহিত্যপ্রীতি বিকাশের উদ্দেশ্যে এই ধারাবাহিক প্রকাশনা এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

অনুরণনের সঙ্গে যুক্ত সকল মানুষের নিষ্ঠা, অধ্যবসায় এবং সমাজের প্রতি অঙ্গীকার আমাকে বারবার মুগ্ধ করেছে। তাদের কাজের মধ্যে আমি দেখেছি প্রচারের চেয়ে প্রয়াসকে এবং আনুষ্ঠানিকতার চেয়ে মানবিকতাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার এক আন্তরিক মানসিকতা।

অনুরণনের এই মহৎ যাত্রা আগামী দিনেও আরও বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ হোক। টিম অনুরণনের সকল সদস্য, কর্মী, শুভানুধ্যায়ী ও সহযোগীদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। ভবিষ্যতের সকল মানবকল্যাণমূলক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তাদের সাফল্য কামনা করি এবং রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা।

রাখীবন্ধন উৎসবে পার্কসার্কাসের শিশু হাসপাতালে টিম অনুরণন

রাখী পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে টিম অনুরণন পৌঁছে গিয়েছিল পার্কসার্কাসের ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেল্‌থ-এ। অনুরণনের পক্ষ্যে ছিল চিত্তরঞ্জন দাশ, দেবাশিস দত্ত, পারমিতা দত্ত, সত্যসন্দীপ দত্ত, গৌতম মুখোপাধ্যায় ও মলয় ঘোষ এবং হেমাটোলজি ডিপার্টমেন্টের ডা. দীপশিখা মাইতি। সত্যসন্দীপ দত্ত-র ছোট্ট প্রারম্ভিক কথনের পর হেমাটোলজি ডিপার্টমেন্ট-এর শিশুদের হাতে রাখী পরিয়ে দেওয়া হয়। ছোটোদের হাতে তুলে দেওয়া হয় লজেন্স, কেক ও টুপি। তার সঙ্গে কিছু বই, খেলনা ও একটি তিনচাকার সাইকেলও।

শিশু-কিশোরদের মনের আঙিনায় অনুরণন

শুক্তিসিতা, অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস.,
প্রাক্তন বরিষ্ঠ বিশেষ সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ বিভাগ

আমি একজন অ-বিজ্ঞানী। ফলে বিজ্ঞানের দোরগোড়ায় একটা পেন্নাম ঠুকতেই হচ্ছে। হ্যাঁ, বস্তুত অনুরণনের আসরে আসার প্রস্তুতি। পদার্থবিদ্যা সোজাসাপ্টা জানাচ্ছে— VIBRATION বা স্পন্দন হচ্ছে একটি সাম্যবস্থার চারদিকে কোনও বস্তু বা কণার বারবার চলাচল। আর ECHO কী? পদার্থবিদ্যার মতে— একটি কঠিন বস্তুতে প্রতিহত হয়ে শব্দতরঙ্গ উৎসে ফিরে এলে যা ঘটে।

আমাদের 'অনুরণন'-এর কথা ভাবতে গিয়ে মনে হল সে কি 'সাম্যাবস্থা' খুঁজছে? না কি উৎসে ফেরার পথে পাড়ি দিতে শেখাচ্ছে?

'অনুরণন' বয়সে কিশোর বটে। কিন্তু তার ডানা যে আকাশ ছুঁই-ছুঁই উচ্চতার দিকে যাত্রা করেছে, সেটা অনুরণনের প্রকাশিত 'যা ইচ্ছে তাই' সিরিজের বই-এর পৃষ্ঠা উল্টিয়েই টের পেয়েছি বহুবার। এই বই দাবি করছে সে কিশোর মনের সঙ্গী। সত্যি! পাহাড়ে শুধু কিশোর-কিশোরীরাই চড়ে বুঝি? ডাক টিকিট বুঝি বুড়ো মানুষরাও দেদার জমিয়ে ফেলেন না? কুকুরে কামড়ালে কী করতে হবে— সেই উপদেশও যদি আপামর নাগরিকদের জন্য, তবু সেখানে দুষ্টু-মিষ্টি উঁকি দিচ্ছে বাবুই পাখি আর প্রজাপতিদের জম্পেশ গপ্পো। তাহলে এই কি প্রতিধ্বনির ফিরে আসা কৈশোর-উৎসের কাছে?

অনুরণনের 'বড়ো' সদস্যরা (অ-কিশোর) অবিশ্যি প্রতি বছর যাত্রা করেন এক একটা অন্য গ্রহে। যে গ্রহের থেকে ধুলোবালি এসে লাগে আমাদের জামায়, জানলায় এমনকি আমাদের চোখে মুখেও। অথচ আমরা নিশ্চিন্ত ঝেড়ে ফেলে 'সাম্যাবস্থা' বজায় রাখি। অনুরণন কখনও নিয়ে যায় থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের বিছানার পাশে খেলনা, ছবি আঁকার খাতা আর রঙ, কখনও আশ্রমের মেয়েদের হস্টেলে রান্নার সরঞ্জাম পৌঁছে দেয়, কখনও যায় দৃষ্টিহীন শিশুদের জন্য রেডিও নিয়ে। সুন্দরবনের পিপাসু ছাত্রীদের জন্য ওয়াটার ফিল্টার অনুরণনই পৌঁছে দিয়েছে। বিশ্বাস করুন, ওই বাচ্চাদের হাসির শব্দগুলো 'অনুরণন' আমার আপনার সবার কাছে পৌঁছে দেয়। আমরা কি স্পন্দিত হই? অনুরণনের বার্ষিক অনুষ্ঠানে সেবার সৌমিত্রদা (বসু) 'ঝড়ের পরের দিন' নাটক দেখিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন কেন ঝড়ে পাখিরা আশ্রয়হীন হয়ে গেলে সব বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের গায়ের রঙ নীল হয়ে যাবে, তখন অনুরণন-এর অন্যতর স্পন্দন, অন্যতর প্রতিধ্বনি ঠিক যেন আমাদের ভুলে যাওয়া হৃদয়টাকে আবার তন্ত্রী বানিয়ে তোলে। সে যেন বাজতে শুরু করে।

'অনুরণন' কিশোরদের জন্যই থাকুক। 'কিশোর' না হলে নন্দিনীকে রক্তকরবীর স্তবক কে এনে দেবে? কে আমাদের সব অসাম্য গুলিয়ে দিয়ে এক মহৎ অন্তরাত্মায় কম্পিত করবে? নন্দিত করবে?

অকিঞ্চিৎকর

শঙ্কর বসু
অধ্যাপক, ভূতত্ত্ব বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

দেখতে দেখতে পাঁচ-পাঁচটা বছর কেটে গেল অনুরণনের শব্দকল্পে। কোনো এক বসন্ত-সমাগমের মাহেন্দ্রক্ষণে এক মুঠো মলয় বাতাস অকাল-বৃষ্টির আশ্বাস এনেছিল। সেই বৃষ্টির ধারোষ্ণ জলে আজও চলেছে অবিরাম অবগাহন স্নান।

অনুরণনের সৌজন্যে অপ্রত্যাশিত ঘটনাবলীর পর্যায়সারণী বেয়ে উঁকিঝুঁকি দেওয়ার সুযোগ হয়েছে অচিনপুরের অলিন্দে। পরিচয় পর্যবসিত হয় সখ্যে, সখ্য পরিপূর্ণতা পায় অংশীদারিত্বে। খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে পরিচিত হয়েছি অনুরণনের কর্মকান্ডের বৃত্তে। নতুন করে ফুলতে শুরু করল সুপ্ত বাসনার বেলুনটি। টলোমলো পায়ে শুরু হল সাহিত্যের পথচলা, পাঠক আমার কিশোর-কিশোরীর চঞ্চল মন। অবিন্যস্ত কলমে ফুটিয়ে তুলতে চাইলাম আমার পড়াশোনার ও গবেষণার আপাত-নীরস বিষয়বস্তু, তা আবার গল্পের মোড়কে। বহু বাসনায় প্রাণপণে চাইলেও এমন সুযোগ আসেনি এমন নিবিড়ভাবে। প্রথম গল্পের পটভূমিকা নির্মাণ করতে বসে একই সঙ্গে রোমাঞ্চ আর ভয় পেয়েছি, কিন্তু সামনে ফুটে উঠেছে স্বপ্ন-সন্ধানী মানুষটির ভাবনার ছবিটি। সাহিত্যের বাগানে ফুল ফুটিয়ে, মালা গেঁথে বৃহত্তর পাঠক সমাজের হাটে বেসাতি করে, সেই অর্থ অসহায় আর্ত শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠার এই অভিনব প্রয়াস আমাকে যুগপত আলোকিত ও উজ্জীবিত করেছে। বছর বছর 'যা ইচ্ছে তাই'-এর জন্য গল্প লেখার তাগিদ পেয়ে নতুন করে প্রাণিত হয়েছি। 'যা ইচ্ছে তাই' বইটিও এককথায় অনবদ্য। সমাজের নানান স্তরের মানুষ তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ঝুলি এতে উপুড় করেছেন মুক্ত হস্তে। লেখার বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনা, দুইই চিত্তাকর্ষক।

'যা ইচ্ছে তাই'-এর পরিসরের বাইরে অনুরণনের কর্মযজ্ঞের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ক্ষীণ। তবে হাওয়ায় কান পেতে এটুকু অনুভব করেছি যে অনুরণন একটি সময়োপযোগী মানব-মুখী সুচিন্তিত প্রয়াস।

সমাজের অন্ত্যজ শিশু-কিশোর-কিশোরীদের বঞ্চনা ও অসাম্যের ভার অনুরণন বহন করে চলবে আগামীদিনের রুক্ষ পৃথিবীর বুকে মরুদ্যানের সবুজ হয়ে, এ কথা আমি বিশ্বাস করি। আর পঞ্চাশোর্ধের জীবনে নিজেকে আবিষ্কার করার সুখ আমার ব্যক্তিগত প্রাপ্তি। আশা রাখি আরো কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয়বান মানুষ জড়ো হবেন এই প্রকল্পের সুবৃহৎ ছাতার তলায়। প্রার্থনা করি মলয়বাবুদের শরীরে সঞ্চিত হোক হাজার মানুষের শক্তি। আলোর পথযাত্রীরা এগিয়ে চলুক মঙ্গলশঙ্খের ধ্বনির উৎস সন্ধানে। অমল ধবলে পালে লাগুক মন্দমধুর হাওয়া, দূর আকাশে সঞ্চারিত হোক মেঘমল্লার, আবাহন হোক বজ্রমাণিকের দ্রিমিদ্রিম আর তার সুদুরপ্রসারী অনুরণন।

আগরপাড়ার ওপেন শেল্টারে টিম অনুরণন

আগরপাড়ার রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন দীর্ঘদিন ধরেই একটি 'ওপেন শেল্টার' চালু রেখেছে। সেখানে ২৫-৩০ জন কিশোরী নিয়মিত পড়াশোনার পাশাপাশি অন্যান্য সাংস্কৃতিক বিষয়ে চর্চার সুযোগ পায়। অনুরণন বিগত পাঁচ বছর ধরে বাংলা বছরের প্রথম দিনটিকে সেখানে উপস্থিত থেকে খুদেদের উৎসাহ দিয়ে আসছে। ওই দিনেই সকল শিশুরা একসঙ্গে কেক কেটে একত্রে প্রত্যেকের জন্মদিন পালন করে। কিশোরীরা তাদের কর্মকাণ্ড সকলের সামনে তুলে ধরে আর সবশেষে থাকে একপঙক্তিতে বসে ভোজনের আয়োজন।

নববর্ষে খড়দহের ২৬ মন্দির বাবুঘাট সংলগ্ন এলাকার শিশুদের সঙ্গে আনন্দ উদ্‌যাপন

খড়দহ পৌরসভার অন্তর্গত ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে ২৬ মন্দির বাবুঘাট। এখানেই রয়েছে পিছিয়ে পড়া মানুষজনের জনবসতি। এলাকার শিশুদের একটুকরো আনন্দ দিতে পরপর দু'বছর ১৪২৮ এবং ১৪২৯-এর নববর্ষের সকালে টিম অনুরণন পৌঁছে গিয়েছিল। ছোটো শিশুদের মধ্যে আঁকার সরঞ্জাম তুলে দেন বিশিষ্ট চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. অসীম শীল, ডা. শুভ্রা শীল, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের বিশেষ সচিব শ্রীমতী শুক্তিসিতা ভট্টাচার্য, অর্থ-অঙ্কো সার্জেন ডা. কৌশিক নন্দী, শিশু হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. জয়িতা নন্দী প্রমুখ।

অনুরণনের সাথে

ডা. শুভ্রা শীল, চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ, নেতাজি চক্ষু হাসপাতাল, কলকাতা

মানুষের জীবনের সর্বোচ্চ কামনা শান্তি। তাই সবাই নানান উপায় খুঁজতে থাকে, কীভাবে আনন্দ পাওয়া যায়। কোথাও যেন মনে হয় মানুষ শান্তির ফর্মুলা সন্ধান করছে। আর কেউ তার জন্য প্যাকেজ বিক্রি করে চলেছে। অর্থ যেন সব সমাধান করে দেবে। এই ইঁদুর দৌড়ের পরিবেশ অনুরণন এক অন্য জীবনের স্বাদ দেয়। একবার কথায় কথায় ঠিক হল আমাদের সন্তানের জন্মদিন অন্য কয়েকজন শিশুর সঙ্গে একসঙ্গে পালিত হবে। অভিনব প্রস্তাব, উৎসাহ বেড়ে গেল। যেসব শিশুরা অনেককিছু থেকে বঞ্চিত তাদের একটা দলের সঙ্গে গল্প আর ছবি আঁকা দিয়ে গঙ্গা নদীর ধারে সকালটা কাটল। দুপুরবেলা একটা অনাথ আশ্রমের আবাসিক বাচ্চাদের সঙ্গে গানে, গল্পে, কেক কেটে আর একসঙ্গে ভাত খেয়ে মিলিত জন্মদিন উদ্‌যাপন হল। যে চার-পাঁচজনের জন্মদিন কাছাকাছি ছিল তাদের একটা কমন বার্থডে সুন্দরভাবে পালিত হল। জৌলুসের চাইতে এতে সহানুভবের ভাগটা অনেক বেশি।

অনুরণনের জৌলুস সাধারণের মধ্যে আলোর সন্ধান দেয়। 'যা ইচ্ছে তাই' সংকলনগুলোর বিষয় নির্বাচন সত্যি সত্যিই কিশোরমনকে সমৃদ্ধ করার জন্য এক অনন্য প্রয়াস।

অন্যের বেঁচে থাকার সঙ্গে নিজের বাঁচা যুক্ত করে যে ভালোলাগা অনুভব করা যায়, তার কিছু স্বাদ অনুরণন আমাদের দিয়েছে। সাহায্য নয়, যাদের প্রয়োজন তাদের জন্য সামান্য কর্তব্য পালন করে জীবনের কিছু সঞ্চয় যে বাড়ে সেই উপলব্ধি যত হবে ততই নানাভাবে বিভক্ত পৃথিবী কিছু অন্তত জুড়ে যাবে।

State Blood Transfusion Council, West Bengal
Swasthya Bhawan, 1st Floor, Wing - B
GN - 29, Sector - V, Salt Lake, Kolkata - 700 091
CERTIFICATE OF APPRECIATION
We are pleased to appreciate the noble gesture of Anuranan
for organizing a Voluntary
Blood Donation Camp on 28th June 2025.
This social service shown by your organization towards
the needy patients may please be continued.
Date 28-06-2025
Medical Officer in charge
M.C.H. Hospital Blood Centre
MSVP/Superintendent
MCH/Hospital

অনুরণন তার জন্মলগ্ন থেকেই বার্ষিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিক করে আসছে। প্রথমদিকে যেহেতু ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হাসপাতালে এই বার্ষিক অনুষ্ঠান আনুষ্ঠিত হত তাই অনুরণনের সদস্যরা ওই হাসপাতালের ব্লাডব্যাঙ্ক আয়োজিত শিবিরে উপস্থিত থাকত। পরবর্তীকালে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়ামে বার্ষিক অনুষ্ঠান চলে আসায় সেখানেই এখন রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতি বছর গ্রীষ্মের দাবদাহে এই শিবির অনুষ্ঠিত করতে পেরে অনুরণন গর্বিত।

ছোটোদের মিলনমেলা— অনুরণনের অনন্য প্রয়াস

ড. নীলাঞ্জনা দাশগুপ্ত, অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস.; প্রাক্তন অধিকর্তা, চাইল্ড রাইটস্ অ্যান্ড ট্রাফিকিং

একটি পরিবারের কিছু মানুষের ভাবনা ছিল অন্যরকম। তাই, সন্তানের অন্নপ্রাশন হয়ে উঠল অন্য অর্থবাহী। ছোটোদের আনন্দ দেওয়ার মূল সুরের কম্পন অনুরণিত হতে থাকলো, জন্ম নিল নতুন অনুরণন। সমাজে বেশির ভাগ শিশুই বেড়ে ওঠে পরিবার, সমাজের সুনির্দিষ্ট নিরাপত্তা বলয়ে তাই তারা বুঝতেই পারে না, কিছু শিশু আজও থাকে সেই নিশ্চিত ঘেরাটোপের বাইরে। সেই সব শিশুদের অসহায়তা, বিপন্নতা কিছুটা কমে যদি সমাজের বাকী সবাই এগিয়ে আসে। নিজের সন্তানের মনে এই চেতনা জাগিয়ে তোলার আপাত উদ্দেশ্যে শুরু হলেও 'অনুরণন' আজ আর তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। ২০১১ সালের জুন মাসের ২য় শনিবার সেই সব শিশুদের আনন্দ দেবার জন্য Day of Joy পালন দিয়ে শুরু হলেও অনুরণনের প্রেক্ষিত আজ অনেক বড়ো। ছোটো তিনজনের পরিবার থেকে অনুরণন আজ ৫০-এরও বেশি সদস্য নিয়ে বৃহৎ এক পরিবার।

শুধু Day of Joy পালন নয়, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো, বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য 'যা ইচ্ছে তাই' প্রকাশ, স্কলারশিপ প্রদান এরকম আরও অনেক কাজ তাদের কর্মক্ষেত্রকে করে তুলেছে বৃহৎ ও ব্যাপক। সঙ্গে রয়েছে তাদের প্রবীণ সন্ন্যাসীর আশীর্বাদ ও পথ প্রদর্শন।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি অনুরণনের কাজের পরিধি আরও বিস্তার লাভ করুক, আরও অনেক মানুষ যুক্ত হোক এই কাজের সঙ্গে। আগামী প্রজন্মের মননে এই চেতনার সুর অনুরণিত হোক।

আমাদের কথা

মলয় ও সুস্মিতার উদ্যোগে 'অনুরণন'-এর পথচলা শুরু হয় ক্যানসার আক্রান্ত শিশুদের সঙ্গে নিয়ে। ঠাকুরপুকুরের ক্যানসার হাসপাতালের অডিটোরিয়ামে প্রতি বছর জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অসুস্থ শিশুদের একদিনের অনাবিল আনন্দের স্বাদ এনে দিত এই দম্পতি। রাঘব চট্টোপাধ্যায়, লোপামুদ্রা মিত্র, শ্রীকান্ত আচার্য-রা এই মহৎ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে নিখরচায় এসে শিশুদের গান শুনিয়ে গেছেন। তাদের মন জয় করে নিয়ে গেছেন প্রতিবারেই শিল্পীরা। শুধু গান নয়, তার সাথে থাকত স্লাইড শো। সেখানে শুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতি হয়ে ওঠার ছবি যেমন শিশুরা দেখতে পেয়েছে, তেমনই আন্টার্কটিকা অভিযান, জাস্কর নদীর ওপর বরফে মোড়া চাদর ট্রেক দেখে আপ্লুত হয়েছে শিশুরা।

আজ আমাদের সামাজিক কর্তব্যের পরিধি অনেকটাই বেড়েছে। সামাজিক দায়বদ্ধতার তাগিদে আমাদের সঙ্গে আজ সমাজের বিভিন্ন স্তরের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা অনুরণন টিমে যোগ দিয়েছেন। এমনকী বাংলার বাইরে বা দেশের বাইরে থেকেও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন অনেক মানুষ। এই কারণেই আমরা আমাদের কাজের পরিধি অনেকটাই বাড়াতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে রক্তদানের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি শিশুদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার লক্ষ্যে নানারকম পদক্ষেপ নিতে পারছি। সমাজের আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া গুটিকয়েক পরিবারের মেধাবী কিশোর-কিশোরীদের স্কলারশিপ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পেরেছি। অসহায় প্রবীণ নাগরিকদের পাশে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছি। এই সংখ্যাটা কম হলেও বিভিন্ন বয়সের মানুষ আমাদের কর্মযজ্ঞে সামিল হওয়ায় আমাদের খিদেটা ক্রমশ বাড়ছে। শুধু সরকার করে দেবে, সেই আশায় বসে থাকলে চলবে না। জনকল্যাণমূলক কাজ আগেও হয়েছে, এখনও হচ্ছে। দরকার শুধু সমমনোভাবাপন্ন মানুষদের একজোট হওয়া। তাই সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দ্বীপ-শিশুরা পরিস্রুত পানীয় জল থেকে বঞ্চিত থাকলেও টিম অনুরণন সেখানে পৌঁছে গেছে। পাশাপাশি দু'টি স্কুলে বসানো হয়েছে চারটি ওয়াটার পিউরিফায়ার। আজ শিশুদের মুখের হাসি আর তাদের আনন্দ অনুরণনকে আরও বেশি করে উৎসাহিত করছে।

সঞ্জীবন ঘোষ
ট্রাস্টি মেম্বার, অনুরণন

শিশু-কিশোর মনোবিকাশে অনুরণন

ডা. গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ

শিশু-কিশোরদের মধ্যে প্রথাগত শিক্ষার পাশে দাঁড়ানো ছাড়াও প্রথাবহির্ভূত জ্ঞানার্জন ও মুক্তচিন্তা বিকাশের ক্ষেত্রে খেলাধুলো, ভ্রমণ ও শিল্প-সাহিত্যের নানা সৃজনশীলতার মাধ্যমে অনুরণন যে অমূল্য ভূমিকা পালন করে চলেছে, তা ইতিহাসে রয়ে যাবার মতো।

'যা ইচ্ছে তাই' বই প্রকাশের মধ্যে দিয়ে অনুরণন শিশু-কিশোর মনের জন্য এক উন্মুক্ত নীল আকাশ মেলে ধরেছে।

আমাদের অনুরণন

অচিন্ত্য চট্টোপাধ্যায়
সহ প্রাণী গবেষক, ভারতীয় প্রাণী সর্বেক্ষণ

এ তো সেই গাছ। ছোটো গাছ, বড়ো গাছ, মোটা গাছ, রোগা গাছ— আকারে প্রকারে গাছ হরেক রকমের। জল-মাটির সংস্পর্শে বীজ অঙ্কুরিত হয়, কলম শিকড় ছড়ায়, তারপর শাখা-পাতা-ফুল-ফলে নিজেরাই সেজে ওঠে।

শিশু-কিশোরদের সাথে সদাই সংপৃক্ত অনুরণন। কত ভাবনা, জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত প্রতিনিয়ত প্রয়োজন সাথীর। অনুবন্ধনে আমরাই অনুরণনের সৃষ্টিধর। হরেক ভাবনার, হরেক দৃষ্টির, হরেক পেশার মনের ক্যালিডোস্কোপ। তাতেই গড়ে ওঠা অসংখ্য নিখুঁত আলপনা। সকলেই চাইছেন সহযোগিতার হাতটা আরও প্রসারিত করতে।

সুস্থ স্বাভাবিক জীবনধারার সকল প্রয়োজনীয় যাদের নেই— তাদের পাশেই অনুরণন। শিশু-কিশোরদের বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা সমাধানে ও দুরারোগ্য ব্যধি নিরাময়ে অনুরণন সদা প্রসারিত হস্ত। মন দর্পণে শরীরের প্রতিবিম্ব, তাই জরাব্যধিতে মানসিক উৎফুল্লতা প্রদানে অনুরণন সদাই অগ্রণী।

জীবনে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের বৈতরণী পার হয়ে ঋদ্ধ সমাজের প্রবীণরা। এঁদের সকল শুভকামনায় ও প্রত্যক্ষ যোগদানে সমৃদ্ধ হতে পারে অনুরণন। বিভিন্ন ভাবুকদের মনরসে জারিত অনুরণনের সহায়তায় আমরা পেলাম 'ইচ্ছেডানা', 'যা ইচ্ছে তাই' ইত্যাদি। কিশোর মানসে প্রকাশিত হয় কত কত বিষয় ভাবনা ও ইচ্ছার রূপ। পোকামাকড়ের দুনিয়া, মাছ, ফুল, ফল, পাখি চেনা, অবিলুপ্ত ডোডো, সাতরঙের আলো, গ্রহ-উপগ্রহের খেলা, তড়িতের কারিকুরি আরও কত বিষয়ের সমারোহ।

'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে'— তবুও কিছু কিছু মানুষ তাঁদের কর্মের মধ্যেই অমর হয়ে থাকেন। আমরা, সাধারণ মানুষরা বেঁচে থাকি শিশুদের মাধ্যমে। প্রাকৃতিক অলঙ্কারে সাজানো পরিবেশে সুস্থ শরীর ও মনে বেড়ে উঠুক শিশুরা।

আমাদের অনুরণন আরও বিস্তৃত হোক, আরও বেশি বেশি শিশুকে ছায়া দিক আর আমরাও আরও বেশি বেশি করে থাকি অনুরণনের পাশে।

ছোটোদের বড়ো বই

দেবযানী ঘোষ
আইনজীবী এবং অলোক ফাউন্ডেশন-এর প্রতিষ্ঠাত্রী

অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্যে 'অনুরণন' সর্বদা নানারকম সামাজিক প্রয়াস নিয়ে চলেছে। শিক্ষার অধিকার ও শৈশবের আনন্দ থেকে বঞ্চিত শিশুদের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে আজ থেকে ঠিক পনেরো বছর আগে এই সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়েছিল। দেখতে দেখতে সংগঠনটি আজ সাফল্যের ষোড়শ বছরে পদার্পণ করতে চলেছে।

অনুরণন বিশ্বাস করে, প্রতিটি শিশুরই এক বর্ণিল শৈশব এবং সুশিক্ষার অধিকার রয়েছে। আর তাই প্রথাগত শিক্ষার বাইরে গিয়ে শিশুদের জন্য আনন্দদায়ক শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে প্রতি বছর সংগঠনটি একটি করে বিশেষ বই (যা ইচ্ছে তাই) প্রকাশ করে থাকে। এই বইগুলোতে মজাদার ও শিক্ষণীয় গল্পের মাধ্যমে শিশুদের নৈতিকতা, বিজ্ঞান এবং পরিবেশের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো খুব সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া হয়। খেলার ছলে ও আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষা (Fun Education) নিশ্চিত করাই এই বইগুলোর মূল উদ্দেশ্য, যা শিশুদের মানসিক বিকাশ ও সৃজনশীলতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে।

বর্ষপূর্তির এই শুভক্ষণে অনুরণন-এর আগামী দিনের পথচলা আরও সাফল্যমণ্ডিত হোক। সমাজের প্রতিটি সুবিধাবঞ্চিত শিশুর জীবনে শিক্ষার এই 'অনুরণন' বা প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ুক— এটাই আমার প্রত্যাশা।

আমাদের কথা

অনুরণন এখন যে যে কাজ করে, তার পথচলা শুরু হয়েছিল ২০১১ সাল থেকে। যদিও তার বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই আকাশবাণী কিংবা ডেকার্স লেন-এর নানা আড্ডা ও আলোচনার মধ্যেই ধীরে ধীরে সেই ভাবনা একটা নির্দিষ্ট রূপের দিকে এগোচ্ছিল। মলয় ও সুস্মিতার উদ্যোগে অসুস্থ শিশু-কিশোরদের নিয়ে ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হাসপাতালে বার্ষিক আনন্দ-অনুষ্ঠান আয়োজনের অভিজ্ঞতা সেই ভাবনাকে আরও দৃঢ় করে। পরিচয় হয় 'ভিক্টর অ্যান্ড মোসেজ'-এর সঙ্গে। তাদের উদ্যোগেই তৈরি হয় অনুরণন ট্রাস্ট। এই ট্রাস্ট গঠনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরণনের যাত্রা শুরু হয়।

শুরুর পথ ছিল মন্থর ও বাধাবিপত্তিতে ভরা। লোকবল ও অর্থবলের সীমাবদ্ধতা ছিল প্রধান বাধা। কিন্তু কোনও বাধাই অনতিক্রম্য নয় যদি ইচ্ছাশক্তি প্রবল হয়। দিনে দিনে অনেক উৎসাহী মানুষের আন্তরিক অংশগ্রহণ, সেবামূলক কর্মকাণ্ড এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় অনুরণন ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। শিশু কল্যাণ, স্বাস্থ্য-সচেতনতা, ক্যানসার ও সারকোমা আক্রান্তদের সহায়তা, চক্ষুদান সচেতনতা, শিক্ষা এবং সামগ্রিক সম্প্রদায় উন্নয়নকে কেন্দ্র করে সংগঠনটি আজ বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে।

স্বাস্থ্যসেবা-সংক্রান্ত প্রচার ও সহায়তা, শিক্ষামূলক উদ্যোগ, গুরুতর অসুস্থ শিশুদের পাশে দাঁড়ানো, গ্রন্থাগার গঠন, বিভিন্ন সচেতনতা অভিযান এবং সামাজিক সেবামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে অনুরণন মানুষের আস্থা অর্জন করেছে। বিভিন্ন বিশিষ্ট সামাজিক ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানও আমাদের কাজের স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

অনুরণনের অন্যতম বিশেষ উদ্যোগ বার্ষিক সংকলন 'যা ইচ্ছে তাই', যা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে প্রশংসিত হয়েছে এবং সংগঠনের পরিচিতি বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে।

আমরা বিশ্বাস করি, এই নিউজলেটার অনুরণনের কাজ, লক্ষ্য ও স্বপ্নকে আরও বৃহত্তর মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে। আশা রাখি নিউজ লেটারের মনোগ্রাহী ও আকর্ষণীয় পরিবেশনার মাধ্যমে আমরা আরও অনেক মানুষকে এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করতে পারব এবং সমাজসেবার এই সম্মিলিত যাত্রা আরও সমৃদ্ধ হবে।

মানস চট্টোপাধ্যায়
ট্রাস্টি মেম্বার, অনুরণন

‘রোটারি’ পুরস্কারে সম্মানিত ‘অনুরণন’

Rotary Club of Calcutta
Rotary Sadan • 94/2, Chowringhee Road • Kolkata-700020

Certificate

THIS IS TO CERTIFY THAT

ANURANAN

is the recipient of the Mohanlal Nahata Memorial Award for outstanding organization working for underprivileged children awarded at the Annual Endowment Awards Programme 2020-2021 held on Tuesday, 15th March, 2022.

Alkyu Kokay	Sriranjani Joshi	Sujata Pyne
Chairman, Rotary Club of Calcutta Welfare Trust	Hony. Secretary, Rotary Club of Calcutta	President, Rotary Club of Calcutta

আর্ত ও অবহেলিত শিশুদের জন্য অতিমারী আবহে (২০২০-২০২১) নিরন্তর কাজ করার সুবাদে ‘অনুরণন’ পেল ‘রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা’-র পক্ষ থেকে মোহনলাল নাহাতা মেমোরিয়াল পুরস্কার। সার্টিফিকেটের সঙ্গে পাওয়া ১৫ হাজার টাকায় দু'টি জায়গায় ছোটোদের জন্য লাইব্রেরি তৈরি করা হয়। একটি আগরপাড়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের ওপেন শেল্টারের শিশুকন্যাদের জন্য। অপরটি পার্কসার্কাসের ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেল্থ-এর হেমাটোলজি বিভাগের শিশুদের জন্য। ১৫ মার্চ, ২০২২ তারিখে কলকাতা রোটারি সদনে পুরস্কার গ্রহণ করেন অনুরণনের পক্ষে সায়ন্তনী মিত্র ও সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়।

সারকোমা সারভাইভারদের পাশে অনুরণন

প্রতি বছর জুলাই মাস ‘সারকোমা মাস্থ’ হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। বোন অ্যান্ড সফ্‌ট টিস্যু সারকোমা সারভাইভারদের উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে মনিপাল ই. এম. বাইপাস হসপিটাল ২৫ জুলাই, ২০২৫ তারিখে সারকোমা সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করে। ওই আয়োজনে সঙ্গী ছিল অনুরণন। উপস্থিত সারকোমা সারভাইভারদের অনুরণনের প্রকাশিত ‘যা ইচ্ছে তাই’-এর পঞ্চম খণ্ড তুলে দেওয়া হয়। সারকোমা নিয়ে কেন সচেতন হওয়া প্রয়োজন তা বিশদে ব্যাখ্যা করেন অর্থ-অঙ্কো সার্জেন ডা. কৌশিক নন্দী। উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বক্তব্য রাখেন দিল্লি রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সহ-সচিব স্বামী কৃপাকরানন্দ, বরিষ্ঠ সাংবাদিক তরুণ গোস্বামী প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শেষে সারকোমা সারভাইভারদের জীবনের পথে লড়াই করার জন্য বিভিন্ন গল্প স্লাইড সহযোগে দেখান অনিন্দ্য মুখার্জী। সাইকেলে আফ্রিকা ভ্রমণ, সাইকেলে সাহারা মরুভূমি পেরোনোর অভিজ্ঞতা, রাজা-রানি পাহাড়, চাঁদের পাহাড় প্রভৃতির ছবি দেখে ও গল্প শুনে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নেযগ ক্ষুদে শিশুরাও।

সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে সদর্থক ভূমিকায় অনুরণন

ড. কুমারদেব ব্যানার্জী,

অধ্যাপক, ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সমাজ তখনই এগিয়ে চলে যখন তার সবচেয়ে দুর্বল ও বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতা গড়ে ওঠে। সেই দিক থেকে দেখলে অনুরণন তেমনই একটি সংগঠন, যা নিরলসভাবে এই পথেই এগিয়ে চলেছে।

অনুরণনের কর্মীদের নিষ্ঠা, মানবিকতা বোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা সত্যিই অকুণ্ঠ প্রশংসার যোগ্য। তাঁরা যে ভালোবাসা ও সহমর্মিতা নিয়ে দুর্বল শিশুদের পাশে দাঁড়ান, তা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের জন্যও অনুপ্রেরণার উৎস। এই ধরনের কর্মকাণ্ড আমাদের এই বিশ্বাসকেই দৃঢ় করে যে মানবতার দুন্দরতর প্রকাশ ঘটে নিঃস্বার্থ সেবার মাধ্যমে।

আমি আশা রাখি অনুরণনের এই প্রচেষ্টা ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত হবে এবং আরও বেশি মানুষের সমর্থন লাভ করবে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের উচিত এই ধরনের উদ্যোগকে সহযোগিতা করা, যাতে আরও বেশি শিশু একটি সুন্দর, নিরাপদ ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের আশা পায়।

অনুরণনের সকল সদস্য, স্বেচ্ছাসেবক ও শুভানুধ্যায়ীদের আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। তাদের এই প্রয়াস সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনের এক সদর্থক অনুরণন হয়ে প্রতিধ্বনিত হোক।

আমাদের কথা

‘আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া, বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া’--- মানুষ তার আত্মকেন্দ্রিক সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে এই বিশাল পৃথিবীর সাথে নিজেকে মেলাতে পারলে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি ও মানুষের সাড়া বা স্পন্দন নিজ হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করতে পারে ও এক অপার্থিব আনন্দের স্বাদ পায়। এই দর্শনকে হয়তো মাথায় রেখে এক দম্পতি প্রায় দু-দশক আগে তাদের একমাত্র শিশুপুত্র ‘মিত্রোদয়’-এর জন্মদিন পালনের আনন্দ ভাগ করে নিতে চেয়েছিল আরও অনেক সন্তানসম শিশু-কিশোরদের সঙ্গে, যারা সেইসময় অসুস্থ অবস্থায় ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের প্রশংসনীয় সহযোগিতা ও বেশ কিছু শুভানুধ্যায়ীর সাহচর্যে এই আনন্দযজ্ঞ ধারাবাহিকভাবে পরপর কয়েকবছর অনুষ্ঠিত হয়েছিল যা পরবর্তীকালে আরও বিস্তৃত প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে দেওয়ার সুপ্ত ইচ্ছাকে উস্কে দেয়।

পথচলা শুরু হয় সরকারি-বেসরকারি অঙ্গনে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা প্রসারের কাজ— সেটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পথশিশুদের মধ্যে প্রাথমিক পড়াশোনা, থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের জন্য রক্তদান ইত্যাদি ইত্যাদি। মূলধন ছিল সেই দম্পতির অদম্য ইচ্ছা ও হার না মানার মানসিকতা। সাথে ছিল কিছু সমমনস্ক শুভানুধ্যায়ী। সুসংবদ্ধভাবে এ ধরনের সামাজিক সেবামূলক কাজ চালানোর জন্য একটা অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ার তাগিদ সবসময় অনুভূত হলেও সাধ ও সাধ্যের মধ্যে ফারাক থেকে যেত। দীর্ঘ টানাপোড়েনের মধ্যে অবশেষে ২০১৬ সালের ৮ জুন ‘অনুরণন’-এর আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ। জন্মমুহূর্তের সাক্ষী থাকা নিসন্দেহে আনন্দের বিষয়, কিন্তু পথ চলার অনেক বাকি। আনন্দের ও আশার আলো এটাই যে এখন সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন বয়সের সমমনস্ক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগদান এবং সহযোগিতা অনুরণনকে একটা আদর্শ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পর্যায়ে উন্নীত করবে। এ বছর বার্ষিক অনুষ্ঠানে ষান্মাসিক মুখপত্র-র প্রথম সংখ্যার মাধ্যমে বিগত বছরগুলির কিছু উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
ট্রাস্টি মেম্বার, অনুরণন

অনুরণন পরিবারের খুদে সদস্যদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ

বইয়ের বাড়ি ‘ভাষা ভবন’

ডা. প্রীতম রায়, কো-অর্ডিনেটর, নেগলেকটেড ট্রপিক্যাল ডিজিজ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ওয়েস্টবেঙ্গল চ্যাপটার

২০২৪ সালের ৮ মার্চ অনুরণন পরিবারের খুদে সদস্যদের কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার ভ্রমণ ছিল এক আনন্দময় ও শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা। বইয়ের জগতের সঙ্গে নতুন করে পরিচিত হওয়া এবং আমাদের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ এনে দিয়েছিল এই শিক্ষামূলক ভ্রমণ। গ্রন্থাগারের বিশাল সংগ্রহ, পুরনো বই, দুর্লভ পাণ্ডুলিপি (যার মধ্যে রয়েছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর ‘পথের দাবি’) এবং ইতিহাসের নানা স্মারক দেখে ছোটোরা মুগ্ধ হয়। শুধু বই দেখা নয়, বরং জ্ঞান ও কৌতুহলের এক নতুন দিগন্ত যেন তাদের সামনে খুলে যায়। অনেকের কাছেই এটি ছিল দেশের অন্যতম গ্রন্থাগারকে প্রথমবার কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা। সমগ্র গ্রন্থাগারটি আমাদেরকে ঘুরে দেখিয়েছিলেন ন্যাশনাল লাইব্রেরির এডুকেশন অফিসার ড. পার্থ সারথি দাস। ইতিহাসকে জানার দুর্লভ সুযোগ পেয়ে ছোটোদের মধ্যে কেউ কেউ নতুন বই পড়ার স্বপ্ন দেখেছে, কেউ আবার ভবিষ্যতে আরও জানার ও শেখার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এই ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য ছিল শিশুমনকে জানার, পড়ার এবং ভাবার জন্য আরও উৎসাহিত করা। জাতীয় গ্রন্থাগারের শান্ত পরিবেশ, ইতিহাসের স্পর্শ আর নতুন কিছু খুঁজে বের করার আনন্দ সবার মনে গভীর ছাপ রেখে গেছে। ওই দিনের সুন্দর মুহূর্তগুলি আজও স্মৃতিতে অনুরণিত হচ্ছে।

(ছবিতে বাঁদিক থেকে প্রথম সারির তৃতীয় ছবিতে ন্যাশনাল লাইব্রেরির এডুকেশন অফিসার ড. পার্থ সারথি দাস-এর হাতে ন্যাশনাল লাইব্রেরির প্রাক্তন অধিকর্তা শ্যামল চক্রবর্তী সম্পাদিত ‘বইয়ের বাড়ি বেলভেডিয়ার’ এবং পূর্ণেন্দু পত্রীর ‘কলকাতা সমগ্র’ সিরিজটি তুলে দিচ্ছেন ডা. প্রীতম রায়। পাশে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদ-এর বরিষ্ঠ গবেষণা আধিকারিক ড. সৌম্যেন্দ্রনাথ ঘোষ। পাশের ছবিতে ড. দাসের সঙ্গে রয়েছেন পরিবেশ দপ্তরের বরিষ্ঠ আইন আধিকারিক শ্রীমতী পৌষালী মুখার্জী পাহাড়ি)

ছোটোদের নিয়ে আলিপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে

কফিহাউসে ছোটোদের সঙ্গে গৌতম ভট্টাচার্য

ভারতীয় জাদুঘরে শিক্ষামূলক ভ্রমণে দিয়া, বুবলি, বিতানরা...

২০২৩ সালের মার্চের শেষ সপ্তাহে শিক্ষামূলক ভ্রমণে টিম অনুরণন পরিবারের খুদে সদস্যরা। বিভিন্ন গ্যালারির মধ্যে মমি-র ঘর দেখে সবচেয়ে বেশি রোমাঞ্চিত হয় ছোটোরা। এই ভ্রমণের নেতৃত্বে ছিলেন শ্রী উৎসব চ্যাটার্জি।

শ্রী গৌতম ভট্টাচার্য ও শ্রী অরুণ কর-এর যৌথ সম্পাদনায় অনুরণন কর্তৃক মিশন পাড়া, রহড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১১৮ থেকে প্রকাশিত এবং
এস.পি. কমিউনিকেশন্স (৩১বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০০৯) থেকে মুদ্রিত